প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ন‌্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক স্বীকৃতির রূপরেখা

৯ জুন, ২০২১: আমাদের শিক্ষা, দক্ষতা, যোগ্যতা বা সক্ষমতার যে মানদণ্ড, তার স্বীকৃত কোনো কাঠামো নেই। এসব কারণে আমাদের শিক্ষা, দক্ষতা বা পূর্বঅভিজ্ঞতার মূল্যায়ন বিদেশি কোনো কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পায় না। বৈশ্বিক মানের সঙ্গে ভারসাম্যের সীমাবদ্ধতা দূর করতে বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি অনুধাবন করে সময়পোযোগি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্কিলস সামিটে বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক এর আবশ্যকতার উপর প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে আইএলও পরিচালিত ‘স্কিলস-২১’ প্রকল্পের কারিগরি সহযোগিতা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে তিন বছর ধরে বাংলাদেশ ন‌্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) প্রণয়নের কাজ চলছে। সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমে বিএনকিউএফ-এর কাঠামো চূড়ান্তকরণের কাজটিও সম্পন্ন হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার কারিগরি শিক্ষার জন্য ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এন্ড ভকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিইএফ) নামীয় যে কাঠামো তৈরি করেছিল, তার ভিত্তিতেই বিএনকিউএফ-এর কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার সেই কাঠামোটি অবশ্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১-তেও সন্নিবেশিত রয়েছে।

০৩ জুন ২০২১ বৃহষ্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি এমপি-র সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ন‌্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক এর কাঠামো চূড়ান্ত করা হয়। গুণগত মান-ব্যবস্থা নির্ধারণ, শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও আইনগত স্বীকৃতির মাধ্যমে এটি এখন পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপুমনি বলেন, একটু বিলম্বে হলেও স্বাধীনতার ৫০ বছরে জাতির জন্য একটি কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক উপহার দেওয়া যাচ্ছে। শিক্ষা, দক্ষতা ও সক্ষমতা সব দিক থেকেই এগিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার সম্ভাব্য সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর।

তিনি আরও বলেন, ‘প্রতিবছর বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ তরুন শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, প্রবাসে চাকরির জন‌্য হাজার হাজার শ্রমিক পাড়ি জমাচ্ছে। আমরা পরিকল্পিত একটি কাঠামোর মাধ‌্যমে তাদেরকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিতে না পারলে বা তাদের দক্ষতার স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে না পারলে জনমিতি লভ‌্যাংশের সুবিধা ভোগ করতে পারব না’।

বৈঠকে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবংসংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকেসমন্বিত পদ্ধতিতে এই রুপরেখা তৈরির জন‌্য সাধুবাদ জানান। এটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপনেয়ার জন‌্য শিক্ষা মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ করেন এবং পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ভবিষ‌্যতের জন‌্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং কোথায় কোথায় প্রয়োজনীয় দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে তা নিরুপন করতে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক মূলত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রূপরেখা-যেখানে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন, শ্রেণিবিন্যাস ও স্বীকৃতিকে সর্বসম্মতভাবে কয়েকটি আপেক্ষিক স্তরে সমন্বয় করা হয়েছে। এ কাঠামোর ১০টি স্তরে উচ্চশিক্ষা, সাধারণ, কারিগরি, মাদ্রাসা শিক্ষার কার্যকর সমন্বয় ও আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থাও থাকছে। ফলে কেউ চাইলে একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে আরেকটিতে অর্জন অক্ষুন্নরেখেই স্থানান্তরিত হতে পারবে। এ ছাড়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে যেসব শিক্ষা, তার স্বীকৃতি ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগও নিশ্চিত করবে এ কাঠামো। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন, সনদায়নের পাশাপাশি পূর্বঅভিজ্ঞতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি এবং যোগ্যতা কাঠামো অনুযায়ী স্থানান্তরের ব্যবস্থাও থাকবে। এ জন্য থাকবে জাতীয় নিবন্ধন পদ্ধতি, ইনস্টিটিউট ও বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বীকৃতি-যা পুরোপুরি আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ডেরআদলে নির্ধারিত।

বৈঠকে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো: মাহবুব হোসেন কারিগরি ও মাদ্রাসাশিক্ষাবিভাগেরসচিবমো: আমিনুলইসলামখান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালেয়র সচিব গোলাম হাসিবুল আলম সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।